# পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com / pcjss@hotmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org

স্মারক : ৭৩। পাচজসস/৭ তারিখ: ৮/৫/১৪

**পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখার দাবীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বরাবরে**

## স্মারকলিপি

মাননীয় মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সূত্র: স্মারক নং- স্বাপকম / চিশি-২ / সমেক-৩৭ / ২০১৩ / ২৬৬ তারিখ: ১০-০৪-২০১৪ ইং

মাধ্যম: ডেপুটি কমিশনার, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

বিষয়: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিসহ রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সকল কার্যক্রম স্থগিত করা প্রসঙ্গে।

মহোদয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, পার্বত্য অঞ্চলের জনসাধারণের, বিশেষ করে জুম্ম জনগণের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সরকার এখনও পর্যন্ত একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সম্প্রতি উপর্যুক্ত সূত্র অনুসারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ হতে এমবিবিএস কোর্সে ১ম বর্ষে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার প্রশাসনিক অনুমোদনও প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১০ সালে সরকার রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি জেলা সদর ও কাউখালী উপজেলায় জুম্মদের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য হুকুম দখল মামলা জারী করে জুম্ম জনগণকে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করলে স্থানীয় জনগণ ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সকল কার্যক্রম স্থগিত করার দাবী তোলে। এরপর সরকার এই কার্যক্রম দৃশ্যত বন্ধ রাখে। কিন্তু ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাঙ্গামাটি সফরে এলে তিনি আবার সার্কিট হাউসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এরপরও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সেমিনার ও প্রকাশনায় সরকারের নিকট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ বাতিল করার দাবী তোলে।

02 (Two) Pages Received 8/5/14

C.A. to D.C. Rangamati

বলাবাহুল্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নীতিগতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান অস্থিতিশীল সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সর্বোপরি জুম্ম জনগণের অধিকার ও অস্তিত্ব অনিশ্চিত রেখে সরকারের মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত বলে মনে করে না। প্রসঙ্গত: নিম্নোক্ত বিষয়াদি উল্লেখ করা গেল:-

(এক) পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐতিহাসিকভাবে স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ও আদিবাসী জুম্ম অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। ভিন্ন ভাষাভাষি এগারটির অধিক জুম্ম জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে এই অঞ্চলে নিজেদের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে বসবাস করে আসছে। কিন্তু এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে, বিশেষ করে বিগত ৬০ দশকে পাকিস্তান আমলে উন্নয়নের নামে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ ও কর্ণফুলী কাগজ কলসহ বিভিন্ন কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার জুম্ম পরিবারকে উদ্বাস্তুকরণ এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও সরকার কর্তৃক হয় নানা উন্নয়নের নামে প্রতারণা করত:, নয়তো উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হাজার হাজার বহিরাগত বাঙালি পরিবারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘুকরণ ও তাদের

# পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

**কেন্দ্রীয় কার্যালয় : কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ**

ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com / pcjss@hotmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org


স্মারক : তারিখ:

পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি জবরদখলকরণের ফলে তাদের জাতীয় অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে থাকে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে জন্ম নেয় সশস্ত্র সংঘাত ও জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

(দুই) এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান এবং এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন তথা এ অঞ্চলের জুম্ম জনগণসহ স্থায়ী বাসিন্দাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৬ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, চুক্তির কিছু বিষয় বাস্তবায়িত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি। চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম (উপজাতি) অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হয়নি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা কার্যকর করার মধ্য দিয়ে বিশেষ শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়নি, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে জুম্মদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা হয়নি, অপারেশন উত্তরণসহ অস্থায়ী সেনাক্যাম্পসমূহ প্রত্যাহার করা হয়নি, বহিরাগত বাঙালি সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাস এখনও উৎসাহিত করা হচ্ছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীল পরিস্থিতি নিশ্চিত হতে পারেনি। এমতাবস্থায় বৃহৎ পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কাজ কখনও বাস্তবসম্মত হতে পারে না। উপরন্তু এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবের জন্ম দেবে এবং এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বহিরাগত অভিবাসন ও ভূমি আগ্রাসন আরও জোরদার হবে।

(তিন) সরকার সবার জন্য শিক্ষা, মানসম্মত শিক্ষা ইত্যাদি কর্মসূচী ঘোষণা করলেও পার্বত্য অঞ্চলে এ জাতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের তেমন কোন আন্তরিক উদ্যোগ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের অসংখ্য জুম্ম গ্রামে এখনও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। শত শত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা মানসম্মত নয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই মানসম্মত শিক্ষক, নেই তার অবকাঠামোগত সুবিধা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও লাইব্রেরী। পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষাব্যবস্থার এহেন করুণ অবস্থার কারণে এ অঞ্চলের জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী ও অপরিহার্য। তাই শিক্ষার মানোন্নয়ন ব্যতিরেকে বিচ্ছিন্নভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

(চার) পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এবং বিদ্যমান আইনের আলোকে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সম্পৃক্ততা ও মতামত গ্রহণ অবশ্যই বিধিসম্মত ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে বা এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই ধরনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ কখনও সুফল বয়ে আনতে পারে না। চাপিয়ে দেয়া কোন উদ্যোগ বা উন্নয়ন স্থানীয় জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। বস্তুত এই অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিবেচনা না করে এবং এই এলাকার প্রকৃত অধিবাসীদের মুক্ত ও পূর্বাবহিত সম্মতি ও অধিকারকে অবজ্ঞা করে চাপিয়ে দেয়া কোন উন্নয়ন প্রকল্পই আদিবাসী জুম্মদের জীবনে ইতিবাচক ও অর্থবহ কোন অগ্রগতি বয়ে আনতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। তাই জনস্বার্থে এই রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন যুক্তিসঙ্গত নহে।

(পাঁচ) আমরা মনে করি, পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়ন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট 'মাধ্যমিক শিক্ষা' হস্তান্তর করা হয়নি, 'মাতৃভাষায় শিক্ষা' কার্যক্রম শুরু করা হয়নি, 'প্রাথমিক শিক্ষা' বিষয় হিসেবে হস্তান্তর করা হলেও এ সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। চুক্তি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হবার বিধান থাকলেও তা না হওয়ার কারণে জনগণের প্রতি আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় না। যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা উন্নয়নে পার্বত্য জেলা

# পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

**কেন্দ্রীয় কার্যালয় : কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ**

ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com / pcjss@hotmail.com, ওয়েব: www.pcjss-cht.org


স্মারক :

তারিখ:

পরিষদ দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এ পরিষদ যোগ্যতা ও দক্ষতার সহিত সে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। বস্তুত: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ব্যতিত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা না পাওয়া পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করা কোনভাবে সম্ভবপর হতে পারে না। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন এবং পার্বত্য অঞ্চলে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মাননীয় মন্ত্রীর বরাবরে নিম্নোক্ত দাবী জানাচ্ছে-

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখা।

২। রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটিতে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করা।

৩। স্বাস্থ্য বিভাগের প্রশাসন ও পরিচালনা উন্নয়নসহ পার্বত্য জেলা ও উপজেলার হাসপাতালসমূহে প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও নার্স নিয়োগসহ চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহ, ডাক্তারদের আবাসন ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪। পার্বত্য অঞ্চলে একটি প্যারা-মেডিকেল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

তারিখ: ৮ মে ২০১৪ খ্রি:
রাঙ্গামাটি

বিনীতি নিবেদক

প্রণতি বিকাশ চাকমা
সাধারণ সম্পাদক
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

**সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে অনুলিপি প্রেরণ করা গেল-**

(১) জনাব গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা
(২) শ্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(৩) শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
(৪) শ্রী উষাতন তালুকদার, মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি
(৫) শ্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, মাননীয় সংসদ সদস্য, ২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি
(৬) মাননীয় চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৭) মাননীয় সার্কেল চীফ, চাকমা সার্কেল/বোমাং সার্কেল/মং সার্কেল
(৮) মাননীয় ডেপুটি কমিশনার, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা

প্রণতি বিকাশ চাকমা
সাধারণ সম্পাদক
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি